ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ চৈত্র ১৪২৪, ৩১ মার্চ ২০১৮

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সংযুক্ত করতে হবে-উপাচার্য

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ শনিবার রাত ১২:০১ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল প্রাঙ্গণে কেক কেটে উৎসবের শুভ সূচনা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে "বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন : রঙ ছড়ানো আলো, লাল-সবুজের বাংলাদেশে থাকবে শিশু ভালো" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে "বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন : রঙ ছড়ানো আলো, লাল-সবুজের বাংলাদেশে থাকবে শিশু ভালো" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. ইমাম হোসেন শেখসহ কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান আলোচনা সভা পরিচালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার স্বীকৃতি লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি-এ নানা আয়োজনে 'গণহত্যা দিবস' পালন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৫ মার্চ ২০১৮ 'গণহত্যা দিবস' পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বিভিন্ন হল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সন্ধ্যা ৭টায় মোমবাতি পজ্বলন, ৭টা ৫ মিনিটে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং ৭টা ২০ মিনিটে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদসহ ২৫ মার্চের শহীদদের স্মরণ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ছিলেন। লেখায় এবং কথায় তাঁরা উজ্জীবিত করেছিলেন আমাদের। সেই চেতনার বিকাশ ঘটেছিল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সে কারণেই তারা পাকিস্তানিদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। সেই সব পূর্বসূরিদের চেতনাকে ধারণ করে মোমবাতি প্রজ্বলন করে আমরা আলোর পথে যাত্রার আহ্বান জানাই। উপাচার্য আরও বলেন, পাকিস্তানিরা ১৯৭১ সালের এই দিনটিতে নারকীয় গণহত্যা চালালেও এখন পর্যন্ত এই দিনটি দীর্ঘদিন শুধুমাত্র কালরাত হিসেবে পালন করা হয়। জাতীয়ভাবে গণহত্যা দিবস হিসেবে এই দিবসটিকে পালন করা হচ্ছে কিন্তু গণহত্যা সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের বিষয় ও উপাদান থাকলেও এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ দিবসটিকে আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি দেয়নি। তিনি জোরালোভাবে দিবসটিকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি উত্থাপন করেন।

বা'দ জোহর মসজিদুল জামিয়ায় ২৫ মার্চের রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ প্রার্থনা সভা। রাত ৯টা থেকে ৯:০১টা পর্যন্ত ২৫ মার্চ কালরাত স্মরণে জরুরি স্থাপনা ব্যতীত সকল জায়গায় "ব্লাক-আউট" কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঢাবি-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৮ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জোহর নামাজের পর মসজিদুল জামিয়ায় বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া, সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সংগীত বিভাগের উদ্যোগে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নৃত্য পরিবেশন এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে নাটক মঞ্চায়ন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উপাচার্যের জাপান সফর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাপানের কিইউশু (Kyushu University) বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফরে জাপানের উদ্দেশ্যে গত ২৭ মার্চ ২০১৮ মঙ্গলবার অপরাহ্নে ঢাকা ত্যাগ করেন।

জাপান সফরকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিইউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। এছাড়া, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের কিইউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "Bangladesh Japan Interdisciplinary Institute" স্থাপনের বিষয়ে সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে মত বিনিময় করেন। উপাচার্যের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন।

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উৎসব

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ-উপাচার্য

জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২২ মার্চ ২০১৮ এক আনন্দঘন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্মৃতি চিরন্তন' প্রাঙ্গণে সকালে এক আনন্দ সমাবেশ-এর উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য ফেস্টুন ও বেলুন উড়িয়ে এই আনন্দ সমাবেশের উদ্বোধন করেন। এসময় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণহত্যা দিবস' পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রোকেয়া হলের অভ্যন্তরে যে সব নারী ও কর্মচারী পাকিস্তানি সামারিক বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন সে সব বীর নারী ও শহীদ কর্মচারীদের স্মরণে প্রথমবারের মতো গত ২৫ মার্চ ২০১৮ রাতে রোকেয়া হল প্রাঙ্গণে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা সহ হলের আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে নিহত শহীদদের স্মরণে গত ২৫ মার্চ ২০১৮ রবিবার হলে গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সংযুক্ত করতে হবে–উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সংযুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, এ দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করার একটি তাৎপর্য আছে। সরলতা ও সততা বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, যা তার কিশোর বয়স থেকেই লক্ষণীয়। তাঁর জীবনের যে মৌলিক দর্শন তা শিশুদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে সে ভবিষ্যতে ভাল মানুষ হয়ে সমাজ পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে ঐদিন বাদ যোহর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ আবাসিক হল, হোস্টেল, মসজিদ ও উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। এছাড়া, চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ–উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন- এই তিনটি সূচকে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। উপাচার্য বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে মানবসম্পদ উন্নয়নের ফলে। আর মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এই অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অন্যদের জন্য অণুপ্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আনন্দ সমাবেশটিতে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ হতে চারুকলা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে ফুটপাতে বিভিন্ন হল, বিভাগ, ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফুলের ডালা এবং "উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, শেখ হাসিনা সরকারের অর্জন" শ্লোগান সম্বলিত ব্যানারসহ সারিবদ্ধভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে অবস্থান করে পরস্পর পরস্পরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ আন্তঃহল ছাত্রী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল চ্যাম্পিয়ন এবং শামসুন নাহার হল রানার আপ হয়েছে। সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ৪র্থ বর্ষের রিয়া আক্তার শান্তা। গত ২১ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ আন্তঃহল ছাত্রী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. হাসিবুর রশীদ। এসময় বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হলে ২৫মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবস স্মরণানুষ্ঠান

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে নিহত শহীদদের স্মরণে হল প্রাঙ্গণে গত ২৫ মার্চ ২০১৮ এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই স্মরণানুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, কালরাত ও গণহত্যা দিবস পালন কমিটির আহবায়ক ড. তাপস দেবনাথ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার, এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোল্লা মো. আবু কাওছার, পঙ্কজ নাথ এম পি, প্রমুখ। এছাড়া জগন্নাথ হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল, রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হল ২৫ মার্চ কালরাতের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। জগন্নাথ হলে পাক সেনাদের আক্রমণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার পৈশাচিক বহিঃপ্রকাশ। সেই অন্ধকার দূরীভূত করতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের প্রতিকী কর্মসূচী পালন করা হয়। এই আলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ নির্মাণের আলো। প্রতি বছরই ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শহীদদের স্মরণ করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। উপাচার্য সেই রাতে পাক সেনাদের নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে রাত ৯টায় ২৫ মার্চ কালরাত স্মরণে ১মিনিট বিদ্যুৎ বন্ধ রেখে 'ব্লাক-আউট' কর্মসূচি পালন এবং জগন্নাথ হল গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া, দিনব্যপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্থাপনা শিল্পের প্রদর্শন (ইনস্টলেশন আর্ট), পদাতিক নাট্য সংসদের নাটক 'কালরাত্রি' মঞ্চায়ন ও মশাল প্রজ্বলন। বিশিষ্ট শিল্পীদের দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের মাধ্যমে শেষ হয় এই স্মরণানুষ্ঠান।

আহমদ শরীফ অধ্যাপক চেয়ার সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে গত ২০ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে আহমদ শরীফ অধ্যাপক চেয়ার সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনারে "জসীমউদ্‌দীনের 'জীবনকথা' আর সৃষ্টি" শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদ শরীফ অধ্যাপক চেয়ার ড. সন্‌জীদা খাতুন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ রাত ১২:০১ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল প্রাঙ্গণে কেক কেটে উৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ছবিতে উপাচার্যকে কেক কেটে জন্মোৎসবের সূচনা করতে দেখা যাচ্ছে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ক্যাফেটেরিয়ায় এক শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ছবিতে উপাচার্যকে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

সাত শহীদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষককে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন বুদ্ধিজীবী শিক্ষককে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড-২০১৮' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে গত ২৪ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোর প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদের সভাপতিত্বে এবং মহাসচিব রঞ্জন কর্মকারের সঞ্চালনায় অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী এবং শহীদ শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষকরা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সব আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সহায়তা করার জন্য তারা পাকিস্তানি শাসকদের ক্রোধানলে পড়েন। এ কারণে পাকিস্তানি শাসকরা এ দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তাদের হত্যা করে। তাদের অবদানের কথা জাতি কখনো ভুলবে না।'

সম্মাননা ও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন- শহীদ অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবু নাসের এম মুনীরউজ্জামান, আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ আনোয়ার পাশা এবং এস এম এ রাশিদুল হাসান।

অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পক্ষে তার সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেঘনা গুহঠাকুরতা, আবু নাসের ম. মুনীরউজ্জামানের পক্ষে তার সন্তান আবু মুসা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান ও লুলু নাসরিন, মুনীর চৌধুরীর পক্ষে তার সন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পক্ষে তার সন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ আনোয়ার পাশার পক্ষে তার নাতি শাওকী আক্তার এবং এস এম এ রাশিদুল হাসানের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার সন্তান মাহমুদ হাসান, সুরাইয়া আমিনা ও রোকাইয়া হাসিনা। শহীদ শিক্ষকদের পরিবারের সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন ড. তৌফিক-ই-ইলাহী এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে শহীদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষকদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ঢাবি আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ চ্যাম্পিয়ন এবং অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ রানার আপ হয়েছে। সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র তালাল। গত ২১ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়ামে এই বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাস্কেটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া। এসময় বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ভারতের ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা উপাচার্য

ভারতের ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা-এর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. শ্রীকৃষ্ণ দেব রাও গত ২০ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ওয়ালিউল হাসানাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাইমা হক, অধ্যাপক ড. মো. তৌহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা-এর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. শ্রীকৃষ্ণ দেব রাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত "Gender, Rights and Choices: Access to Justice in a Megacity" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফর করেন। এই সম্মেলন গত ২০ মার্চ ২০১৮ মঙ্গলবার শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগ এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ইরানী প্রতিনিধিদল

ইরানের আল-মোস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। আল-মোস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহনাজ আরেফিন এবং ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের গণমাধ্যম ও গণসংযোগ কর্মকর্তা খন্দকার মো. মাহফুজুল হক তার সঙ্গে ছিলেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের আল-মোস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মধ্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ইরানের প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উন্নয়নে আরও ভিজিটিং প্রফেসর সরবরাহের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ইরানে ফারসি ভাষা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে বলেও তিনি জানান। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

নাসা বিজ্ঞানী

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস এ্যাডমিনিট্রেশন (নাসা)-এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. জেমস্ এইচ. ক্রেফোর্ড গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের এনভায়রনমেন্ট, সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড হেল্থ অফিসার আইভারসন লং তার সঙ্গে ছিলেন। বৈঠককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস এ্যাডমিনিট্রেশন (নাসা)-এর মধ্যে পরিবেশ ও বায়ু দূষণ বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবেশকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এরআগে, নাসা'র সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. জেমস্ এইচ. ক্রেফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের মিলনায়তনে 'Developing Future Air Quality Observing Strategies" শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের সিইও

আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ (এআরআইজি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী এস এ চৌধুরী গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে এই প্রকল্পের স্থাপত্য নক্শা অনুমোদন করা হয়। আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য তাকে ধন্যবাদ দেন।

ইরানের আল-মোস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. জেমস্ এইচ. ক্রেফোর্ড গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ভারতের ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা-এর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. শ্রীকৃষ্ণ দেব রাও গত ২০ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ (এআরআইজি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী এস এ চৌধুরী গত ২২ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

দু'দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলন

ঢাবি আইন বিভাগ এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে "Gender, Rights and Choices: Access to Justice in a Megacity" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনের সমাপণী অনুষ্ঠান গত ২০ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগ এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে "Gender, Rights and Choices: Access to Justice in a Megacity" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলন গত ১৯ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস-এর রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথা কুয়েলেনেয়ার সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, গ্লোবাল লিগ্যাল ইম্পাওয়ারমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সিনিয়র উপদেষ্টা মারলন জে ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর পরামর্শক ব্যারিস্টার ফারিয়া আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. ফেরদৌস জাহান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর অনারারি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সারা হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়-বিচার ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য পেশাজীবী, আইনজীবী, শিক্ষক, গবেষক ও সমাজকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এবার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে সমাজের সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন এবং নারীদের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, দেশ-বিদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মীগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব গত ১৫ মার্চ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সকালে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এর এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বিভাগের গুরুত্বকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছেন এবং মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের জীবনে ন্যূনতম মান-মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে সমাজে অবদান রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন। শতবর্ষকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে। তিনি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখার আহ্বান জানান।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, স্মৃতিচারণ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে "The Rohingya Crisis: Future Scenarios" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক জাতীয় সম্মেলন গত ১৪ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এহসানুল হকের সভপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি মিজ মিয়া সেপো বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রোহিঙ্গা মুসলিমসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের টেকসই পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মোকাবেলার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মীগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

'বাংলা ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাগ্রত কণ্ঠ চির মহিয়ান' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের আয়োজনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৭ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যকে বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল স্মারক বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল স্মারক বৃত্তি' লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন - মোছা. আলপনা আকতার, তামান্না আক্তার এবং মো. রেজাউল করিম। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২০ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমদ ও ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা সৈয়দ তাকী মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. কানিজ-ই- বাতুলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং সৎ ও মেধাবী শিক্ষক ছিলেন। প্রয়াত এই শিক্ষকের আদর্শ অনুসরণ করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, প্রয়াত ড. কানিজ-ই-বাতুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ৬ জুলাই ইন্তেকাল করেন।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি পেলেন ঢাবি'র ৪০ শিক্ষার্থী

বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ১৫ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার নাওতু ইয়ামাদা এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের প্রতিনিধি মাচিকো ইয়ামামুরা বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন-মো: মোহতাসির বিল্লাহ সিরাজ (পদার্থ বিজ্ঞান), মো: ইমন আরেফিন (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), তানভির আহমেদ (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), কুতুব উদ্দিন খান (অর্থনীতি), ফারহানা ফিরোজ মীম (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), মো: রাফিউল ইসলাম রাংগা (অনুজীব বিজ্ঞান), তাসনুমা তাবাসসুম অন্তরা (ফার্মেসি), মো: আলমগীর কবির (ফার্মেসি), ইউ মং শিং (ভূতত্ত্ব) এবং লাবিবুজ্জামান মুস্তাবিন (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং)।

তৃতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- ফারিহা তাসনীম (পদার্থ বিজ্ঞান), মিশু রানী

মজুমদার (গণিত), প্রান্তিকা মুৎসুদ্দী (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), অমিত বড়ুয়া (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), অমল চন্দ্র মন্ডল (মার্কেটিং), মো. কামরুল হাসান (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), লিজাইনুল ইসলাম রিপন (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), কাজী গোলাম তাসফিক (অর্থনীতি), জান্নাতুল রাফেয়া (অণুজীব বিজ্ঞান) এবং জারিফ হোসেন (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি)।

চতুর্থ বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- মো: আলমগীর হোসেন (ইংরেজি), আছিয়া হক (পদার্থবিজ্ঞান), নূরুন নাহার (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), সুগন্ধা জেসমিন (মার্কেটিং), মাহমুদা সুলতানা (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), কাজী মাহবুবা আহমেদ (অর্থনীতি), ইমা সুলতানা চারু (লোক প্রশাসন), সৈয়দ হাসান ইমতিয়াজ (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি), সিরাজুম মুনিরা (ফার্মেসি) এবং জিনহার জাহিদী (আইবিএ)।

বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন সুমিতমো কর্পোরেশনের উপদেষ্টা খন্দকার আলী এরশাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জীবন কুমার মিশ্র।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় তিনি সুমিতমো কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- মৌসুমি আকতার (গণিত), সুজাতা আমিন (আইন), সুভজিত হালদার (ফিন্যান্স), সুব্রত কুমার দাস (মার্কেটিং), মনিরুল ইসলাম ও মো: আরিফুল ইসলাম (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), ইতি আকতার (লোক প্রশাসন), তন্ময় শাহা জয় (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা), রাজ কুমার হালদার (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ) এবং কাজী কামরুন নাহার অনন্যা (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং)।

আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ড-এর গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি পেলেন ঢাবি'র ২ শিক্ষক ও ১৬ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২জন প্রভাষকসহ বিভিন্ন বিভাগের ১৬জন শিক্ষার্থী 'আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ড-এর গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি-২০১৭' লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২২ মার্চ ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে অনুদান ও বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুযোগ সৃষ্টি হলে তারাও যেন এ ধরনের কাজ করতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আরও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এই অনুদান ও বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'আইএফআইসি ব্যাংক গবেষণা অনুদান-২০১৭' প্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন- বি. এম. রাব্বী হোসেন ও নুশরাত তাশমিন (প্রভাষক, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ)। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- তাহরীম জান্নাত মৌসুমী, মর্জিনা খাতুন ও মো. ওহিদুজ্জামান (সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ), মো. ইফ্ফাত ফায়েজী, অন্ত বিশ্বাস, মোহাম্মদ

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য দেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ এ সারওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় আইএফআইসি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের এ ধরনের মূল্যবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার যে মানসিকতা তা থেকে এখানকার শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। ভবিষ্যতে তাদের জীবনে ছালে জোনায়েদ মনির, কিবরিয়া আহমেদ ও নাহিয়ান আদনান সোহান (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)।

আইএফআইসি ব্যাংক বৃত্তিপ্রাপ্ত বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষার্থীরা হলেন- শহীদুল ইসলাম ও উম্মে জান্নাতুল ফেরদাউস আয়শা (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), রূপা খন্দকার ও শাহরুখ আনোয়ার (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), মো. সেলিম উদ্দিন ও মো. আসিফ শাহরিয়ার (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ) এবং খাদিজা আক্তার ও মনিশা আক্তার মিম (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ)।

উল্লেখ্য, আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২০১২ সাল থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের (সিএসআর) অংশ হিসেবে অসচ্ছল, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও শিক্ষকদের গবেষণা অনুদান প্রদানের জন্য ৩০ লাখ ঢাকা প্রদান করে এবং ঐদিনের অনুষ্ঠানে ৫০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের আকার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০টি ট্রাস্ট ফান্ডের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়।

ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বি.এ. সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী তিনজন শিক্ষার্থী পেয়েছেন 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বৃত্তি ২০১৭'। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- নাজমুল হক, ইসমাত জাহান সুখী ও মো. ইয়ার হোসেন সরদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২২ মার্চ ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ ও ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার ও ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা বিভাগীয় সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ট্রাস্ট ফান্ডের দাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার যে মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষর্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন - আনিসুর রহমান (এস এম ওয়াজিদ বৃত্তি), মো. জিয়াউর রহমান (মোমেনা বেগম বৃত্তি) এবং মো: ফিরোজ রানা (আবুল হাসনাত মাহমুদ বৃত্তি)। গত ১৮ মার্চ ২০১৮ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে।

পরে, ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম ৪ লাখ টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫